R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSL—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
আকর্ষণকে ভাল, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন.কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৫ই পৌষ বুধবার, ১৩৯০ সাল
২১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২, সডাক ১৪

জেলা শাসক সরকারী নির্দ্দেশ মানছেন না জেনে মন্ত্রী হতবাক

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলা প্রশাসন কৃষকদের মধ্যে মিনিকীট বণ্টনে রাজ্য সরকারের নির্দ্দেশ মানছেন না বলে অভিযোগ ওঠায় কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ হতবাক হয়েছেন। তিনি প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির কাছে এ সম্পর্কে জরুরী রিপোর্ট পাঠাতে বলেছেন। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই কয়েকটি পঞ্চায়েত সমিতি মহাকরণে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রায় সকলেই তাঁদের রিপোর্টে ব্লকের বি ডি ও এবং এ ই ওদের বিরুদ্ধে সরকারী নির্দ্দেশ লংঘনের অভিযোগ করেছেন। কৃষিমন্ত্রী মহাকরণে কৃষি অধিকর্ত্তাদের ডেকে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, সরকারী নির্দ্দেশ লংঘন কোনোমতেই বরদাস্ত করা হবে না। সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে মিনিকীট বণ্টন করতে হবে। কিন্তু জেলা শাসক প্রদীপ ভট্টাচার্য এ নির্দ্দেশ না মেনে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর মিনিকীট বণ্টনের দায়িত্ব দিতে বিডিও এবং এ ই ওদের নির্দ্দেশ দেন (মেমো নং ১১০৫৬ তাং ১৬-১১-৮৩)। সেইমত কয়েকটি ব্লকে বণ্টনকার্য্যও শুরু করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলই জেলা শাসকের এই ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলগুলি। কারণ জেলা শাসকের এই নির্দ্দেশ রাজ্য সরকারের প্রদত্ত আদেশ অমান্যের সামিল। রাণীনগর—২, নওদা প্রভৃতি ব্লকে এনিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। অভিযোগ, রাণীনগরে এ ই ও এবং বিডিওকে লাঞ্ছিত করা হয়। পুলিশ এই অভিযোগে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আবু বাক্কারসহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। আর এস পি'র এম এল এ জয়ন্ত বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং কৃষিমন্ত্রী কমল গুহের কাছে মুরশিদাবাদে মিনিকীট বণ্টনে জেলা শাসক কর্ত্তৃক সরাসরি সরকারী নির্দ্দেশ অমান্যের গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। সি পি এমের দুই নেতাও রাজ্য বামফ্রণ্টের কাছে জেলা প্রশাসনের আচার-আচরণ নিয়ে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। এই সমস্ত অভিযোগ ও রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিমন্ত্রী সরাসরি পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কাছে সরকারী নির্দ্দেশ প্রতিপালন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। সে রিপোর্ট পেলে মহাকরণে জলা শাসককে ডেকে পাঠিয়ে কৃষিমন্ত্রী সরকারী নির্দ্দেশ অমান্যের বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা চাইবেন বলে রাজনৈতিক সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ আক্রান্ত, গুলিতে দুই ডাকাত জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা : একদল ডাকাতের আক্রমণ থেকে রঘুনাথগঞ্জ থানার এ এস আই দয়াল মুখারজি দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছেন। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ অফিসারের ছোঁড়া রিভলবারের গুলির আঘাতে দুই কুখ্যাত ডাকাত আহত হয়। তাদেরকে গুরুতর অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য এক ডাকাতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সোমবার দুপুরে দয়ালবাবু দু'জন কনষ্টেবল নিয়ে ইসলামপুরের একদল কুখ্যাত ডাকাত ধরতে গেলে তারা দয়ালবাবুকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। দৈবক্রমে বোমাটি বিস্ফোরিত না হওয়ায় পুলিশ দলটি রক্ষা পায়। অন্য এক ডাকাতসঙ্গী বড় হাঁসুয়া নিয়ে পুলিশের দিকে তেড়ে আসে। বিপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে দয়াল মুখারজি এই সময়ে তার রিভলবার থেকে কয়েকটি গুলি ছুঁড়লে দুই ডাকাত আহত হয়। আহত ডাকাতদের নাম মঙ্গল ও নিজাম। ধৃত অন্য ডাকাত স্বাধীন দাস বর্তমানে জেল-হাজতে।

জেলা স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের উদাসীনতা

বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ জেলা স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন জেলার ছেলে-মেয়েদের খেলা-ধুলার উন্নতির জন্যই। কিন্তু এ্যাথলেটিকস মিটে এঁদের ভীষণ অনীহা। তাই জেলার ছেলে-মেয়েরা বাধ্য হয়ে নভেম্বর মাসের শেষ থেকে কলকাতায় মহামেডান, এরিয়ানস্, সিটি ইউনিভারসিটি স্পোর্টসে যোগ দিয়ে সুনাম রক্ষা করে আসছেন। বহরমপুর শহরের প্রশান্ত, প্রভাতি, নিয়তি, রেখা, মির্জাপুরের নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের ঝর্ণা, রিতা, তপন, ওলিউল, বিপদ, কার্ত্তিক, এবারের ভারতীয় দলে কুয়েত যাওয়ার জন্য নির্বাচিত গোলাম কিবরিয়া সকলেই মুর্শিদাবাদ জেলার এ্যাথলেট।

জঙ্গিপুরে শহীদ জ্যোতি

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর— ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৭৭তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন উপলক্ষে পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাতটি শহীদ জ্যোতি পথ পরিক্রমা করে। কুচবিহার থেকে আগত আজাদহিন্দ জ্যোতি গত ১৬ ডিসেম্বর এই মহকুমায় প্রবেশ করে। ১৭ ডিসেম্বর বিকেলে মঙ্গলজনে উপস্থিত হলে সেখানে একটি জনসভায় একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ১৮ ডিসেম্বর সকালে শহীদ জ্যোতি রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা হয়ে সাগরদীঘি-বহরমপুর অভিমুখে রওনা হয়। মহকুমার সর্বত্র এই প্রয়াসকে সফল করতে কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে বেশ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অভিনব জালিয়াতি

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার রঘুনাথগঞ্জ শাখাতে এক অভিনব জালিয়াতি হয়েছে। ছোটকালিয়া গ্রামের হাবিবুর রহমানের পাশ বুক থেকে (নং ৬০২৫) অন্য কোন লোক জমা সাতশ টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে। এ ধরনের ঘটনা এখানে নাকি এই প্রথম।

স্কুলে নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাড়ালা উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আবুল হোসেন, কুতুবুদ্দিন মণ্ডল, সফরুদ্দিন সেখ ও সন্তোষ মুখারজি জয়ী হয়েছেন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশ তৎপরতা দেখা যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই পৌষ বুধবার, ১৩৯০ সাল।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্‌বী

বিপুলা এই পৃথিবী আজ হিংসা দ্বেষ এর করাল গ্রাসে ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিতেছে। যেদিকে দৃষ্টি পতিত হইতেছে, শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ হইতেছে সেদিকে দৃষ্টিপথে ধ্বংসাত্মক শক্তির লীলা, শ্রবণ ইন্দ্রিয়পথে বন্দুক কামানের গুরু গুরু গর্জন। সবল, সর্ব্বদা দুর্ব্বলকে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে 'আমার বচনের অন্যথা করিলে তোমাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।' এইরূপ প্রলয়ঙ্করী এক ধ্বংসাত্মক মুহূর্তে ২৫শে ডিসেম্বরের শুভ দিবসে যে পরম মানবাত্মা এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পরবর্তী কালে জগতের সকল মানুষকে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী শুনাইয়াছিলেন সেই মহাপ্রাণ যীশুখৃষ্টের কথা ও বাণী ২৫শে ডিসেম্বরের প্রাক্ মুহূর্তে বারবার স্মরণ পথে উদিত হইতেছে। শ্রবণে শুনিতে পাইতেছি ক্রুশে-বিদ্ধ সেই মহৎ প্রাণের শেষ বাণী, 'পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা করো।' জেরুজালেমের সেই সন্ধ্যায় আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া যে বারিধারা ঝরিয়া পড়িয়া যীশুর পবিত্র শোণিত ধৌত পূত বারির পরশে ধরণীর সমস্ত হিংসা কলুষতা দূরীভূত করিয়া শান্তির রাজ্যের সূচনা করিয়াছিল, দুই সহস্র বৎসরের শেষ প্রান্তে সেই জেরুজালেমের ভূমিই পুনরায় ধ্বংসলীলার কুরুক্ষেত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহার আকাশে বাতাসে দুরন্ত বারুদের গন্ধ। পুনরায় ইহুদী জাতি মারণ যজ্ঞে মাতিয়া উঠিয়াছে। ২৫শে ডিসেম্বরের শুভ লগ্নেও কি সে দেশের রাষ্ট্র নায়কগণ একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই প্রাচীন বধ্যভূমির অতীত অন্ধকারে সেই মহান পুরুষের ক্ষমার বাণী শ্রবণ করিবার প্রচেষ্টা করিবে না। একই ভুলের পুনরাবৃত্তি কি এই বহু ঘাত প্রতিঘাতে পরীক্ষিত পুণ্য ধরণীতে অনুষ্ঠিত হইবে। পুনরায় কি সহজ সরল শান্তি মৈত্রী প্রেমের আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্রুশবিদ্ধ হইবে। সেই মহান পুরুষের জন্ম লগ্নের পুণ্যক্ষণের প্রাক মুহূর্তে আমরা কিন্তু আশা করি মানুষ আপনার ভুল ত্রুটি সংশোধনে সমর্থ হইবে ও পৃথিবীতে যুদ্ধের রণ দামামা স্তব্ধ হইয়া শান্তির জীবনদায়ী স্নিগ্ধ বাতাস প্রবাহিত হইবে। শান্তির মহা-বাণী শুধুমাত্র ললিত বাণী হইয়া ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হইবে না।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

হাতে কোন কাজ ছিল না। ভাত-ঘুমটাকে তাড়ানোর জন্য মেয়ের পড়ার টেবিলের বই নাড়াচাড়া করছিলাম। একটা বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন নজরে পড়ল। অলস-ভাবে লেখাগুলো দেখছিলাম। ছেলেদের ম্যাগাজিন। ছেলেরা তাদের ক্ষমতা মত (কখনও বা অন্যের কাছে লিখে নিয়ে) গল্প/কবিতা/প্রবন্ধ/ছড়া লেখার চেষ্টা করেছে। শিক্ষক মশাইরাও পিছিয়ে নাই। তাঁরাও নিজেদের প্রতিভাকে কলমের আঁচড়ে ছাপার হরফে ধরে রেখেছেন। তবে মন খারাপ হয়ে গেল এটা দেখে—একই শিক্ষক একাধিক লেখা ছাপিয়েছেন। পাঠকেরা মাফ করবেন আমাকে। আমরা সকলেই জানি বিদ্যালয় পত্রিকা ছাত্র-ছাত্রীদের। তাদের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা আছে সেটা বিকশিত করবার মাধ্যম এই পত্রিকা। শিক্ষকেরা নিশ্চয়ই লিখবেন, তবে বাহুল্যতা দোষে পত্রিকা যেন দুষ্ট না হয়ে পড়ে। পাত্রকা নিয়ে কোথাও কোথাও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলে তাও শুনেছি। সম্পাদক মশাই নিজস্ব গোষ্ঠীর শিক্ষক ছাড়া অন্যের লেখা প্রকাশ করেন না। কখনও কখনও ছাত্ররাও এর শিকার হয়। এটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। অনেক বিদ্যালয় সুলভে পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে ঠিক সময়ে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন না। তাঁরা একটি বিষয় বোধ হয় ভুলে যান যে পত্রিকা ছাত্রদের। ছাত্ররাই পত্রিকার সমস্ত আর্থিক দায় দায়িত্ব বহন করছে। কাজেই এ বিষয়ে ছাত্রদের একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য বা দাবীকে নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করা যায় না।

সবচেয়ে ভাল হয় যদি পত্রিকা প্রকাশনের সম্পূর্ণ দায়িত্বটা ছাত্রদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকমশাই তাদের সাথে থাকবেন অতন্দ্র প্রহরীর মত। তিনি তাঁর মূল্যবান উপদেশ বা নির্দ্দেশ দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার জগতে এটা বাস্তবায়িত হওয়া আশু প্রয়োজন। তা না হলে 'বিদ্যালয় পত্রিকা' একটা প্রহসনে পরিণত হবে। আমরা সেটা করি না। শুধু লিখিত ভাবে পত্রিকার পাতায় বাণী শোনাই যে এদের আশীর্বাদ করুন, কারণ এরা নন্দনের সংবাদ বহন করে এনেছে।

মণি সেন

নানা ডিজাইনের বিয়ের কার্ডের
বিপুল সমাবেশ।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস ॥ রঘুনাথগঞ্জ

দেশ নয় দল

দুর্ম্মুখ

'ফিরে দাও সে অরণ্য লও এ নগর।' কবি বর্তমানের এই সভ্যতার উপর বিতৃষ্ণায় কামনা করে ছিলেন অরণ্যের আদিম শান্ত অবস্থার মধ্যে ফিরে যেতে। সেদিন বিধাতা-পুরুষ হেসে ছিলেন। বলেছিলেন—তথাস্তু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। কবির সেই অন্তর বাসনা সভ্যতার শিখরে এসে পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে। অরণ্যের সে আদিম (অ) সভ্যতা প্রত্যাবর্তিত হয়েছে সুসজ্জিত, আধুনিক নগর সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল ভূমিতে। কবি চেয়েছিলেন অরণ্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রত্যাবর্তন। শান্ত স্নিগ্ধ তপস্বী ঋষিদের মহাভাবের প্রত্যাবর্তন এই হিংসা দ্বেষ ঘৃণা জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে। কিন্তু তার পরিবর্তে বর্তমানে প্রত্যাবর্তন ঘটলো আরণ্যক পাশবিক বৃত্তির। হিংসার আরোও প্রাবল্য। মানুষ আজ পশুর চেয়েও নির্ম্মম। পশুরা হানাহানি করে আত্মরক্ষার প্রাবল্যে। আর বর্তমান সভ্য মানুষ হানাহানি করে হত্যার আনন্দে। পরিপূর্ণ দিবালোকে শত সহস্র মানুষের চোখের সম্মুখে মানুষ হত্যা করে নির্ম্মমভাবে মানুষকে। দেখেও দেখেনা কেউ। প্রতিবাদে সোচ্চার হয় না একটি কণ্ঠও। সে কারণে পথে ঘাটে হাটে বাজারে হত হয় শত সহস্র টেনু সরকার। কেউ ভাবে না প্রতিবাদের অভাবে তাদের প্রিয় আত্মীয় পরিজনদেরও এই একই অবস্থা হতে পারে। একটা পথের কুকুর আক্রান্ত হলে উপস্থিত কুকুর যুতের কণ্ঠ হয়ে উঠে সোচ্চার। কিন্তু মানুষ কুকুরেরও অধম। তারা নীরবে পথ অতিক্রম করে ঘটনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি উপেক্ষা করে। মানুষ আজ কত নীচে নেমে গেছে। সে তার প্রতিবাদের কণ্ঠ হারিয়ে ফেলেছে নীচতার সুগভীর তলদেশে নেমে। মনুষ্যত্ব মানবতা-বোধ আজ বিসর্জ্জিত মানুষের প্রাণের মূল্য আজ দলের মানের মূল্যের অনেক নীচে। পূর্ব্বে মানুষ আত্ম বলি দিত দেশের দশের স্বার্থে। আজ তারা দেশের জন্য প্রাণ বলি দিতে ভুলে গিয়েছে, আজ দলের স্বার্থে প্রাণ নেবার শিক্ষা পেয়েছে। পূর্ব্বে ছিল নীতিবোধ। কতকগুলি পবিত্র নীতিবোধের ভিত্তিতে ছিল সমাজের গঠন। আর আজ সমাজ জীবন পরিচালিত হয় দলের নির্দেশে। সেখানে নীতিবোধের বালাই নেই, আছে শুধু দলীয় নির্দেশ পালনের মাদকতা। সে নির্দেশ যদি নীতি বিগর্হিত হয় তবুও তা

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অস্বাভাবিক মেষ শাবক

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের সন্তোষপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তির এক মেষ অস্বাভাবিক ধরনের একটি বাচ্চা প্রসব করেছে। বাচ্চাটির চারজোড়া পা আছে, দেখতেও স্বাভাবিক নয়। সাগরদীঘি ব্লকের ভি, এস ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র এবং প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের ডাঃ অরূপ রায় যুগ্মভাবে চিকিৎসা বিদ্যার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে রেখে দিয়েছেন। ওটা ১৭ বৎসর ঠিকমত থাকবে বলে ভি, এস ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র আমাদের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

রাখে হরি মারে কে

বাণীপুর : গত ১৫ ডিসেম্বর বিকেলের দিকে মিঞাপুরের মলয় বিড়ি কোম্পানীর ম্যানেজার দিলীপকুমার সাহা একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে উমরপুর থেকে স্কুটারে করে ফেরার পথে তাঁদের বিড়ি কোম্পানীর সন্নিকটেই একটি পাথর বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে অদ্ভুতভাবে রক্ষা পান। ছোট ছেলেটিকে ট্রাকের নীচ থেকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। কিন্তু স্কুটারটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

নবম জেলা সম্মেলন

বহরমপুর : ওয়েষ্টবেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার দ্বি-বার্ষিক নবম জেলা সম্মেলন গত ৭-১২-৮৩ বহরমপুর সদর হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন জেলার বিভিন্ন রুটে বাস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দূর-দুরান্তর থেকে নার্সি ষ্টাফরা কষ্ট করে সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন। সম্মেলনের প্রারম্ভে কমঃ বিনয় ভৌমিক বাণী মুখার্জী ও সন্ধ্যা দেকে নিয়ে সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা কোঃ অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে কমঃ তরুণ আচার্য্য। তিনি বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও সরকারী কর্ম্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। অতঃপর জেলা সম্পাদিকা রেনুকা চক্রবর্ত্তী সম্মেলনে লিখিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদিকা কমঃ মণিকা পাল নার্সিং ষ্টাফদের চাকুরীগত বিভিন্ন জরুরী সমস্যা আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার ফলে কোথায় আটকে আছে তা সকলকে জানান। মহিলা হিসাবে সমস্ত পিছুটানকে উপেক্ষা করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আরো বেশী করে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান রাখেন। বিনয় ভৌমিককে সভাপতি এবং রেনুকা চক্রবর্ত্তীকে সম্পাদিকা নির্ব্বাচন করে আগামী বছরের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

National Thermal Power Corporation

(A Government of India Enterprise)

Farakka Super Thermal Power Project

Empanelment Of Photographers

N. I. T. No. FS : 42 CS : 516/T-90/83

Sealed offers are invited from reputed and experienced photographers having specialisa ion in Industrial Photography, to have an approved panel of Photographers for the coverage of all important events of Farakka Super Thermal Power Project, for a period of one year only. The offer shall indicate details of in-line experience and list of photographic equipments held along with all credentials such as income tax clearance, work orders and appreciation certificates, if any, etc. The offer should indicate daily assignment charges/minimum charges per visit and cost of development/enlargement for different sizes in colour/black & white with films as approved by the employer.

Interested photographers may kindly submit their offers latest by 15. 1. 84 along with an earnest money deposit of Rs. 500/- (Rupees five hundred) in the form of demand draft in favour 'NTPC Ltd' payable on State Bank of India at Farakka.

Deputy Manager (Contracts)
NTPC/FSTPP

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ, কান্দী, জঙ্গীপুর ও বহরমপুর সদর মহকুমার সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ভারতের নির্ব্বাচন কমিশনারের নির্দ্দেশ অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার ১৯টি বিধানসভার নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের নির্ব্বাচক তালিকায় ১৯৮৪ সালের সংশোধনের (ইন্‌টেন্সিভ রিভিসন্‌) কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজির ১-১-১৯৮৪ তারিখে যাহাদের বয়স কমপক্ষে ২১ বৎসর পূর্ণ হইবে তাহারাই ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী।

নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুযায়ী নূতন করিয়া ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলিবে :—

১। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ—
(সংশ্লিষ্ট ই-আর-ও-র অফিস ও প্রতি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র) ইং ১৬-১২-১৯৮৩।

২। দাবি বা আপত্তি দাখিলের তারিখ— ইং ১৬-১২-১৯৮৩ হইতে ইং ৭-১-১৯৮৪ পর্য্যন্ত।

৩। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ— ইং ২৫-১-১৯৮৪

প্রতি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে একজন করিয়া সরকারী ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনসাধারণের সাহায্যার্থে থাকিবেন। খসড়া ভোটার তালিকা এবং প্রয়োজনীয় ফরম ও নির্দেশ তাহার নিকট পাওয়া যাইবে এবং তাহার নিকটেই ফরম জমা দিতে হইবে।

জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক,
মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

ক্রীড়া সংবাদ

সাগরদীঘি : গত ১৮ ডিসেম্বর বালিয়া নেতাজী সংঘের পরিচালনায় ৺সুশীলা দেবী ও ৺ভবেশচন্দ্র স্মৃতি শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার সমাপ্তি দিবসে কালিয়াডাঙ্গা এফ, সি ৪—১ গোলে বালিয়া হাই স্কুলকে পরাজিত করে। সব পেয়েছির আসরের কুচকাওয়াজ ও সাগর হাঁসদার ক্রীড়া নৈপুণ্য সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অমরেন্দ্রনাথ সাহা এবং প্রধান অতিথি ছিলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

অনঘ

নভেম্বর ডিসেম্বর যৌথ সংখ্যা বেরুচ্ছে এ সপ্তাহেই।

কার্ল মারকস্‌কে আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টি দিয়েই বিচার করতে অভ্যস্ত। কিন্তু কবি হিসেবেও তাঁর প্রতিভা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এ নিয়ে ভিন্ন স্বাদের একটি হৃদয়গ্রাহী রচনা।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দশ নয় দল (২য় পৃষ্ঠার পর)

নির্বিচারে পালন করার শিক্ষা দেওয়া হয় সমর্থক কর্মীগোষ্ঠীকে। আর নেতৃত্ব সাহস দিয়ে বলেন নির্ভয়ে দলের স্বার্থে, দলের নির্দেশ মান্য করতে। কোন্ কাজ কু না সু সে বিচার করতে হবে দলের স্বার্থে, দলের নির্দেশ কি তার উপর। সেক্ষেত্রে সাধক সার্বজনীন্ ন্যায়নীতির মূল্য নেই, আছে শুধু দলের উন্নতি আর প্রতিষ্ঠার চিন্তার অবকাশ। যদি কোন সার্বজনীন্ সুনীতি রক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় দলের ক্ষতি হবে তবে সে সুনীতিবোধের চিন্তা ভাবনা বিসর্জনে কুণ্ঠিত হলে চলবে না এই হলো বর্ত্তমান দলীয় শিক্ষা। দলের স্বার্থে দু'চারটে নরবলিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবার প্রয়োজন নেই, সে চিন্তা অর্থহীন। দেশ রক্ষা পাক আর নাই পাক দলের প্রতিষ্ঠা দলের রক্ষা বর্ত্তমানে প্রকৃত দলীয় মানবিক কর্ত্তব্য বলে সর্ব্বজনস্বীকৃত। দেশের স্বার্থ চিন্তার আদর্শ বর্ত্তমানে অর্থহীন। ফলশ্রুতি দলের প্রয়োজনে নির্বিচারে ব্যাভিচারে মত্ত হওয়া। মানবিক, সামাজিক নীতিবোধ অবলুপ্ত। মানুষের মনের পশুত্বের জাগরণ মানবতাকে মনুষ্যত্বকে অবলীলাক্রমে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করা হচ্ছে। সেকারণে সাধারণ মানুষ যারা দল বোঝে না, যারা মানবতার মূল্য দিতে চায় তাদের কোন মূল্য নেই বর্ত্তমান সমাজে। তাদের জীবনের মূল্য নেই কানাকড়িও। এ সমাজে দশ বিশ একশো মানুষের প্রাণের মূল্য কিছুই নয় দলের স্বার্থে। তাই নর হত্যা করে দলীয় কর্ম্মীরা মহান কর্তব্য করেছে বলে মনে করে। মহানন্দে জয়োল্লাসে হর্ষধ্বনি করে। নেতারাও তাদের সে কর্ম্মে উৎসাহিত করেন, প্রেরণা দেন। মানুষের দেবত্ব লাভ বর্তমানে অকল্পনীয়। সাধারণ মনুষ্যত্ব লাভও আজ অবহেলিত। পশুত্ব জাগরিত। সত্যই আরণ্যক বন্য জীবনের হানাহানি প্রত্যাবর্ত্তিত। মানুষ সভ্যতার মুখোশে মুখ ঢেকে আদিম অবস্থায় ফিরে চলেছে। কবি চেয়েছিলেন সাবলীল অনাবিল শান্তি। তার বদলে বর্তমান সমাজ ফিরে পেয়েছে বন্য (অ) সভ্যতা। এখন মানুষের চেয়ে দলই বড়। মানুষের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, সার্ব্বজনীন নীতিবোধ, মূল্যবোধ দলের স্বার্থে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জিত। এক অন্ধকারের রন্ধ্রপথে সভ্যতা পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবে কখন এ ভ্রান্তির মুক্তি আসবে কে জানে ?

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

গভঃ রেজিঃ নং ২১।১৩।৯০০৯

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পাণ্ডত প্রেস হইতে
অনুত্তম পাণ্ডত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।